প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর

প্রযোজনায়

সুবোধ রায়ের -

"মালা বদল"

সন্ধ্যা—চিত্রা দেবী

মালতী—সাবিত্রী

গল্পাংশ

নূতন ও পুরাতণের দ্বন্দ্বের সময়—যখন নূতনের প্রবাহ পুরাতণকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেই যুগ-সংঘর্ষের সময় অনেকেই বুদ্ধি ও ব্যবহারের সামঞ্জস্য রক্ষা কোর্‌তে পারেন না। শুধুই লঘুচিত্ত যুবজনেরা নহে, গুরুগম্ভীর গুরুজনেরাও যুগধর্ম্মের চঞ্চল প্রবাহে স্থির থাক্‌তে পারেন না—তাঁদের

মহামায়া—দেববালা

ভুবনবাবু—প্রফুল্ল মুখার্জ্জি

বুদ্ধির তরী বান্‌চাল হ'য়ে যায় এবং অবশেষে তাঁরা নিজেদের বুদ্ধির দোষে ঠকে 'এ-যুগের ছেলেমেয়েদের' তিরস্কার ও লাঞ্ছনা কোরে থাকেন। "মালা-বদল" তারই মধুর হাস্যোজ্জ্বল কাহিনী।

একটি অবস্থাপন্ন শিক্ষিত, আধুনিক বালিগঞ্জের ভদ্রপরিবার—বাপ (ভুবনবাবু), মা (মহামায়া) ও একমাত্র মেয়ে (মালতী)—সংসার ছিল তাদের শান্তির নীড়। ভুবনবাবু বুদ্ধিমান, শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ; ফলে মহামায়া জবরদস্ত। মহামায়া মনে করেন যে, স্বামী সমেত সংসারটিকে তিনিই চালাচ্ছেন। ভুবনবাবু স্ত্রীর এই দুর্ব্বলতা জেনেও প্রশ্রয় দেন—অশান্তির ভয়ে।

এই অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের একমাত্র কন্যার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে হয়তো বহু যুবকই ভুবনবাবুর বাড়ীতে যাতায়াত কোর্‌ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত নরোত্তম নামক একটি যুবকই তাঁদের সকলের প্রশ্রয়লাভ কোরেছিল। এই অবস্থায় নরোত্তম ও মালতীর অবাধ মেলামেশার ফলে তাদের দু'জনের মনেই দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে, অচিরে নিশ্চয়ই তারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবে। এমন সময় মা মহামায়া বেঁকে বস্‌লেন। নিজে তিনি কথায়-বার্ত্তায়,

আচারে-ব্যবহারে অতি-আধুনিকা সাজ্‌বার চেষ্টা কোর্‌লেও এই অতি-আধুনিক নরোত্তমের অতিশয় খোলাখুলি কথা, কায়দা-দোরস্ত ভাব তাঁর অসহ্য লাগ্‌ল এবং তিনি আভাষে ইঙ্গিতে আপত্তি তুল্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু কন্যা মায়ের এভাব গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌ল না। উপায়ন্তর না দেখে মহামায়া দরোয়ানের উপর আদেশ জারি কোর্‌লেন—নরোত্তমকে যেন বাড়ী ঢুক্‌তে না দেওয়া হয়।

ঠিক এই সময় একদিন মালতী নরোত্তমের সঙ্গে লেকে বেড়াতে যায় এবং ফিরবার পথে সে নরোত্তমকে চায়ের নেমন্তন্ন করে। গেটে ঢুক্‌বার সময় নরোত্তম পাঁড়েজির কাছে বাধা পেল কিন্তু তাকে এক ধাক্কায় কুপোকাৎ কোরে ভেতরে প্রবেশ কোর্‌ল। মহামায়া এই ব্যাপার দেখে রেগে আগুন! ভুবনবাবু অতি কষ্টে তাঁকে শান্ত কোরে নরোত্তমের প্রতি তাঁর এই অহেতুক রাগের কারণ কী জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন। কোন যুক্তি না পেয়ে জেরায় পড়ে মহামায়া বলে ফেল্‌লেন—"অমন চোয়াড়ে জামাই আমি চাই না।"

এদিকে মহামায়া কন্যার উপযুক্ত পাত্রের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। সেই অনুসারে চারজন ব্যক্তিকে মহামায়া মনোনীত কোরে স্বয়ং তাঁদের সাক্ষাৎ কর্‌বার্ জন্য ডাক্‌লেন—প্রথম একজন ব্যারিষ্টার, দ্বিতীয় এক কবি, তৃতীয় জনৈক সিনেমা বিশেষজ্ঞ এবং চতুর্থ নারায়ণ দাশগুপ্ত নামে এক প্রাচীন-পন্থী-যুবক। এদের মধ্যে 'মালা-বদল' কার সঙ্গে হ'ল পর্দ্দায় তা' দেখে আপনি অপার আনন্দ পাবেন।

সঙ্গীতাংশ

তোমারে ভুলিব বলে যত করি অভিমান।
তোমার স্মৃতির-কাঁটা তত হৃদে হানে বাণ॥
ভোলার ভাবনা লয়ে, গেল মোর দিন বয়ে
সব ভুলে দেখি শেষে, জপিতেছি তব নাম॥
বুকের শণিতে মোর মিশায়ে নয়ন-লোর
আঁকিনু যে ছবি তাহা হ'লোনা হবেনা ম্লান॥

—"মালতী"

আমার প্রাণের ফুলবাগানে
তুমি সখী ফুলরাণী
ব্যাকুল এ মন-মৌমাছি মোর
সেথায় মধু-সন্ধানী॥

রূপকুমারী তোমার রূপে
আমার মনে চুপে চুপে
জ্বাল্‌লে আলো (তাইতো ভাল)
তোমার রূপের গুণ জানি॥
অরুণ রাঙ্গা ভোরের আলোয়
তোমার হাসির পরশ লাগে
জ্যোছনা ধারায় তারায় তারায়
তোমার রূপের স্বপন জাগে।
আমার হিয়া তোমায় ঘিরে
গুঞ্জরিয়া সদাই ফিরে
তোমার তরে রইলো পাতা
আমার বুকের ফুলদানী॥

—"সন্ধ্যা"